পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততা এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের মিশ্রণে বৈচিত্র্যময় পর্যটন আকর্ষণের ভান্ডার।এখানে এর অবশ্যই পরিদর্শনযোগ্য গন্তব্যস্থলগুলির একটি সংকলিত তালিকা দেওয়া হল:

১. কলকাতা - সাংস্কৃতিক রাজধানী

- ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ: ঔপনিবেশিক ইতিহাস প্রদর্শনকারী আইকনিক সাদা-মার্বেল জাদুঘর।
- হাওড়া ব্রিজ: হুগলি নদীর উপর ব্যস্ত প্রকৌশল বিস্ময়।
- দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির এবং কালীঘাট মন্দির: পবিত্র হিন্দু তীর্থস্থান।
- পার্ক স্ট্রিট: খাদ্য, রাতের জীবন এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের ঐতিহাসিক কেন্দ্র।
- ভারতীয় জাদুঘর: প্রাচীন নিদর্শন সহ ভারতের প্রাচীনতম জাদুঘর।

২. দার্জিলিং - পাহাড়ের রানী

- টাইগার হিল: কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জের উপর সূর্যোদয়ের দৃশ্য।
- দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (টয় ট্রেন): চা বাগানের মধ্য দিয়ে ইউনেস্কো-তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যবাহী যাত্রা।
- বাতাসিয়া লুপ এবং পিস প্যাগোডা: মনোরম দৃষ্টিকোণ এবং বৌদ্ধ মন্দির।
- চা বাগান: হ্যাপি ভ্যালির মতো সবুজ বাগান অন্বেষণ করুন।

৩. সুন্দরবন – ম্যানগ্রোভ বন্যপ্রাণী

- ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান: বৃহত্তম বদ্বীপীয় ম্যানগ্রোভ বন, রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের আবাসস্থল।
- নৌকা সাফারি: কুমির, হরিণ এবং বিদেশী পাখির মতো বন্যপ্রাণী দেখুন।
- সজনেখালি ওয়াচটাওয়ার: পাখি দেখা এবং বাঘ দেখার জন্য আদর্শ।

৪. শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স – উত্তর-পূর্বের প্রবেশদ্বার

- মহানন্দ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য: শিলিগুড়ির কাছে ট্রেকিং এবং বন্যপ্রাণী দেখার ব্যবস্থা।
- গোরুমারা জাতীয় উদ্যান: ভারতীয় গণ্ডার এবং হাতি দেখার জন্য জিপ সাফারি।
- লাভা-লোলেগাঁও: হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য সহ শান্ত গ্রাম।

৫. শান্তিনিকেতন – ঠাকুরের শিল্পের আবাস

- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যা তার উন্মুক্ত শ্রেণীর জন্য পরিচিত।
- পৌষ মেলা: সঙ্গীত, নৃত্য এবং হস্তশিল্প সহ বার্ষিক সাংস্কৃতিক মেলা।
- অমর কুটির: ঐতিহ্যবাহী বাঙালি কারুশিল্পের জন্য সমবায়।

৬. বিষ্ণুপুর – টেরাকোটা মন্দির শহর

- ❖ রাসমঞ্চা ও জোরবাংলা মন্দির: ১৭ শতকের অপূর্ব টেরাকোটা স্থাপত্য।
- ❖ বালুচরি সিল্ক শাড়ি: আইকনিক তাঁত বস্ত্রের দোকান।

৭. মুর্শিদাবাদ – নবাবী গৌরবের প্রতিধ্বনি

- ❖ হাজারদুয়ারী প্রাসাদ: ১,০০০ দরজা (মাত্র ১০০টি বাস্তব!) এবং একটি জাদুঘর সহ একটি প্রাসাদ।
- ❖ কাটরা মসজিদ: একটি বিশাল মুঘল যুগের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।

৮. দিঘা ও মন্দারমণি – উপকূলীয় পলায়ন

- ❖ দীঘা সমুদ্র সৈকত: পারিবারিক ছুটি এবং সামুদ্রিক খাবারের জন্য জনপ্রিয়।
- ❖ মন্দারমণি: ভারতের দীর্ঘতম মোটরযান চলাচলের উপযোগী সমুদ্র সৈকত, সূর্যাস্তের জন্য ড্রাইভের জন্য আদর্শ।

৯. কালিম্পং – তিব্বতি ফ্লেয়ার সহ হিল স্টেশন

- ❖ জাং ধোক পালরি ফোডাং: বিরল পাণ্ডুলিপি সহ বৌদ্ধ বিহার।
- ❖ দেওলো পাহাড়: তিস্তা নদী এবং উপত্যকার মনোরম দৃশ্য।

১০. বাকখালি ও হেনরি'স দ্বীপ – অসাধারণ সৈকত

- ❖ সুন্দরবনের কাছে আদিম, কম জনাকীর্ণ সৈকত, নির্জনতার জন্য উপযুক্ত।

১১. জয়চণ্ডী পাহাড় ও মুকুটমণিপুর

- ❖ জয়চণ্ডী পাহাড়: পুরুলিয়ার কাছে পাথুরে পাহাড় এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।
- ❖ মুকুটমণিপুর: লাল মাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য সহ শান্ত বাঁধ স্থান।

১২. উৎসব ও অভিজ্ঞতা

- ❖ দুর্গা পূজা: শৈল্পিক প্যান্ডেল এবং উৎসব সহ কলকাতার মহা উৎসব।
- ❖ তিস্তা নদীতে ভেলা ভ্রমণ: উত্তরবঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার।
- ❖ বাঙালি খাবার: রসগোল্লার মতো মিষ্টি এবং মাছের ঝোল (মাছের ঝোল) এর মতো খাবারের স্বাদ নিন।

ভ্রমণ টিপস

1) ভ্রমণের সেরা সময়: অক্টোবর-মার্চ (আবহাওয়া মনোরম)।

2) যোগাযোগ: কলকাতা বিমান, রেল এবং সড়কপথে সুসংযুক্ত।দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে বিমানবন্দর রয়েছে।

হিমালয়ের দৃশ্য এবং ম্যানগ্রোভ অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক ধ্বংসাবশেষ এবং আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ প্রতিটি ভ্রমণকারীর জন্য কিছু না কিছু অফার করে।

I p u r b a n c h a l .i n